বহুরূপে

কমেডিয়ান, নায়ক, পরিচালক—ফিল্মিস্তানের এমন কোনও চরিত্র বোধহয় নেই, যার রূপসজ্জায় কিশোরকুমারকে দেখা যায়নি। একই অঙ্গে এত রূপ বলেই বোধহয় তাঁকে বাতিল করা যায়নি, যায় না।

আর ঠিক সেই কারণেই বাতিল করতে পারেননি সত্যজিৎ-তনয় সন্দীপও। নিজের পরিচালক জীবনের প্রথম 'ডকুমেন্টারি' করতে গিয়ে মনে পড়েছিল 'কিশোরদার' কথা। ভাবা মাত্রই অবশ্য করা যায়নি। বাদ সেধেছিলেন কিশোর পুত্র অমিতের এক বন্ধু। কিশোর তখন বেঁচে, হিন্দি প্লে ব্যাক গানের জগতে দাপিয়ে রাজত্ব করে চলেছেন। সেই সময় সন্দীপ রায় কিশোরকুমারকে নিয়ে 'ডকুমেন্টারি' করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। অমিতের অনুরোধে সে যাত্রা আর হয়ে ওঠেনি। গত অক্টোবরে কিশোরের মৃত্যুর পরও যখন এ নিয়ে আর কোনও কাজ হল না, তখন সন্দীপ মঞ্চে নামলেন। সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেনই। ফেব্রুয়ারি থেকে কাজ শুরু হল। টানা কয়েকমাস কাজ করে, অন্তত বার চার-পাঁচ বোম্বাই-কলকাতা যাওয়া আসার পর, বিস্তর লোকজনের ইন্টারভিউ নিয়ে শেষ করে ফেললেন ১৪০ মিনিট বা প্রায় আড়াই ঘন্টার ভি ডি ও ক্যাসেট—'কিশোরকুমার'।

মৃত কিশোর ? তাঁর কি কোনও ইন্টারভিউ আপনি আগেই তুলে রেখেছিলেন ?

না না সেভাবে নয়। আসলে, কিশোরকুমারের একটা জমানোর বাতিক ছিল। নেশাও বলা যায়। ওঁর নিজের নানা ছবি, প্রচুর কাগজের ক্লিপিংস, দলিল দস্তাবেজ, সার্টিফিকেট সবই উনি সযত্নে জমিয়ে রাখতেন। অমিতকে আমার পরিকল্পনার কথা খুলে বলার পর ও আমার জন্য কিশোরের আলমারি, বাক্স সব কিছু খুলে দিয়েছিল। সেখান থেকে আমি অনেক 'স্টিল' ছবি নিয়েছি। এ ছাড়া ওঁদের ফ্যামিলি অ্যালবাম তো ছিলই। হিন্দি চরিত্রাভিনেতা ইফতেকারও কিশোরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ওঁর ছবি আঁকার কথাটা তিনিই জানিয়েছেন।

বিভিন্ন জনের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন ?

সে রকম কোনও প্রি-প্ল্যানড ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি। কোনও কোশ্চেনেয়ার (প্রশ্ন তালিকা) ছিল না। আমরা শুধু প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করেছি। বলেছি, আপনি কিশোরকে কীভাবে দেখেছেন, কিশোর সম্পর্কে আপনার ধারণা কী তা খোলাখুলি বলুন। আসলে, ওই যে বললাম শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর ইচ্ছে নিয়ে এ ছবি আমি করিনি। যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই ওঁর ভাল-মন্দ, দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন। আমরাও সেটাই চেয়েছিলাম।

আপনি বার বার 'আমরা' কথাটা ব্যবহার করছেন ? আপনার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল কি ?

কাজের প্রয়োজনে তো অনেকের সাহায্যই নিতে হয়েছে। তবে, বিশেষ করে আমি নাম করতে চাই আমিনের। আমিন সাহানি। 'বিনাকা-গীতমালার' পরিচালক। এই ছবিতে ওই 'ন্যারেটর'। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবিতে অমিতাভ বচ্চন যে কাজটা করেছিলেন, আর কি। এ রকম জীবনীধর্মী ছবি করতে গেলে একজন 'ন্যারেটর' তো লাগেই। আমিন এই কাজটা দারুণ সুন্দর করেছে। তা ছাড়া ওকে নেওয়ার আর একটা কারণ হল, যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই ওর বহরম মহরম আছে। আমার পক্ষে কলকাতায় বসে যেটা করা খুবই কষ্টসাধ্য। আমিন থাকাতে প্রত্যেকেই মন খুলে কথা বলেছেন।

ছবিটা আপনি কীভাবে শুরু করেছেন ? শেষই বা হয়েছে কীভাবে ? গানের রাজার উপর তোলা ছবির গোড়ায় নিশ্চয়ই কোনও গান আছে ? যাকে বলে 'টাইটেল সং'।

টাইটেল সং আছে কি নেই সেটা আমি বলব না। সে তো নিশ্চয়ই চমকপ্রদ কিছু একটা থাকছে। তবে ছবি করতে গিয়ে আমি ঘোর প্যাঁচের মধ্যে যাইনি। সোজাসুজি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই চিরকিশোরকে তুলে ধরতে চেয়েছি। ওঁর ছোটবেলার ছবি পেয়েছি আমি। খান্ডোয়ায় বাড়ির ছবি। কীভাবে সায়গলের গান শুনতেন। নিজে নিজেই কীভাবে সেই গান গলায় তুলতেন। সে সব দিনের কথা প্রধানত বলেছেন ওঁর দুই দাদা—অশোককুমার আর অনুপকুমার। তা ছাড়া উনি যে দুজন বিদেশী গায়ক—ড্যানি কে আর জিমি রজার্সের কাছ থেকে ওঁর বিখ্যাত 'ইয়োডেলিং' (অর্থ : মুখ দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি করা) শিখেছিলেন, থাকছে তাও। ওঁর মরণযাত্রার একটা ভি ডি ও ক্যাসেট তোলা ছিল, সেটাও দিয়েই শেষ করেছি।

হঠাৎ কিশোরকুমারকে নিয়েই ছবি কেন ? অন্য কাউকে নিয়েও তো ছবি করতে পারতেন ?

এর কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত আমি ছোটবেলার থেকেই ওঁর ভক্ত। কট্টর 'ফ্যান'। দ্বিতীয়ত উনি আমাদের আত্মীয়। মানে, রুমা গুহঠাকুরতা আমার দিদি। সেই সূত্রে খুব ছোটবেলা থেকে ওঁকে দেখেছি। বিশেষ করে বাবার ছবির জন্য এক সময় আমাদের হামেশাই বোম্বাই যেতে হত। তখন থেকে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। খুব কাছ থেকে ওঁকে দেখার আর চেনার সুযোগ হয়েছে আমার। একান্ত, ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে পেরেছি, ওঁর নামে যেসব দুর্নাম ছিল, যেমন উনি খুব খামখেয়ালি ছিলেন, প্রচণ্ড ড্রিংক করতেন, অত্যন্ত কিপটে মানুষ—সে সবই ভুয়ো। হিংসুটে মানুষদের রটনা। এ সবের বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ। সাচ্চা কিশোরকে তুলে ধরতে চেয়েছি আমি। আর সবচেয়ে বড় হল, ওর বহুমুখী প্রতিভা। সেটাকে তো কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না। প্লে ব্যাক সিংগিং, মিউজিক ডিরেকশন—কোনটা বাদ ছিল না। নিজে গান

রূপে একটি কিশোর

রম আছে।
ী করা খুবই
কই মন খুলে

ছন ? শেষই
াজার উপর
কোনও গান
ং।
আমি বলব
কিছু একটা
আমি ঘোর
জন্ম থেকে
তুলে ধরতে
য়েছি আমি।
ায়গলের গান
ব সেই গান
কথা প্রধানত
ককুমার আর
দুজন বিদেশী
রজার্সের কাছ
(অর্থ : মুখ
লেন, থাকছে
ডি ও ক্যাসেট
য় করেছি।

কেন ? অন্য
পারতেন ?
প্রথমত আমি
কট্টর 'ফ্যান'।
। মানে, রুমা
ই সূত্রে খুব
। বিশেষ করে
াদের হামেশাই
কে ওঁর সঙ্গে
দেখার আর
ার। একান্ত,
নামে যেসব
খেয়ালি ছিলেন,
ত্যন্ত কিপটে
সুটে মানুষদের
মার জেহাদ।
চেয়েছি আমি।
মুখী প্রতিভা।
কার করা যায়
ং, মিউজিক
না। নিজে গান

লিখে সুর বাঁধতেন। তার উপর তিনি ছিলেন সিনেমার একাধারে নায়ক আর পরিচালক। ওঁর যতগুলো ছবি হাতের কাছে পেয়েছি তার সবকটিই দেখেছি। তা প্রায় খান সত্তর হবে। তার মধ্যে ২৪টি ছবির অংশবিশেষ 'কিশোরকুমার'-এ থাকছে। চলতি কা নাম গাড়ি, ভাই ভাই, হাফ টিকিট, পড়োসন, দূর গগন কি ছাঁও মে…

এগুলো তো সবই কিশোর অভিনীত ছবি। কিন্তু কিশোরের বড় পরিচয় তো প্লে ব্যাক সিংগার হিসাবে। অন্তত নতুন জেনারেশনের কাছে তো বটেই।

না, না তা কেন। গায়ক কিশোরকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৈকি। শুনেছি, সারা জীবনে তিনি প্রায় তেত্রিশ হাজার গান গেয়েছিলেন। তার সবগুলো তো আর নেওয়া যায় না। প্রচুর গান রয়েছে এই ছবিতে। তা অন্তত খান কুড়ি তো হবেই।

ব্যাপারটা কীভাবে ছবিতে এনেছেন ? যেমন ধরুন, রাজেশ খান্না বা অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ছবিতে এক সময় কিশোরের গান ছিল প্রায় অপরিহার্য। বিশেষ করে রাজেশের। হেমন্ত ছাড়া উত্তমকুমারকে যেমন ভাবা যায় না, কিশোর ছাড়া রাজেশও বোধহয় দর্শকদের কাছে তেমনই ছিলেন অচল। তো সেইসব ছবিগুলো এই ভি ডি ও ফিল্মে আপনি কীভাবে এনেছেন ?

দুজনকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। মানে কিশোর আর যিনি অভিনয় করছেন তাঁকে। যেমন ধরুন, 'অমরপ্রেম' ছবিতে রাজেশের কণ্ঠে অবিস্মরণীয় কয়েকটি গান আছে। দেখানো হয়েছে রাজেশ অভিনীত ছবিটির চিত্রাংশ। রাজেশ গাইছেন। ফাঁকে ফাঁকে আবার কিশোরের গান করার বিভিন্ন ভঙ্গি। অমিতাভ অভিনীত 'ডন' সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। তবে, গানের পুরো সিকোয়েন্সগুলোই তো তুলে ধরা যায় না। তা হলে তো গান শোনাতে গিয়েই ছবি শেষ হয়ে যাবে। তাই এই ক্যাসেটের প্রায় প্রতিটি গানের শুরু আর শেষের অংশটুকু শুধু শোনানো হয়েছে। আগাগোড়া শোনানো হয়নি।

ছবির কাজ আপনি শুরু করেছেন কিশোরের মৃত্যুর পর। তা হলে জীবন্ত কিশোরকে আপনি এতে দেখিয়েছেন কীভাবে ? কিশোরের বিভিন্ন ভাবভঙ্গি, নানারকমের মুদ্রা, মেজাজ—এগুলো ছাড়া কিশোরকে চেনা যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

কে বলল এসব নেই। সবই থাকছে। কিশোর ভীষণভাবে থাকছেন। বিভিন্ন জায়গায় কিশোর যে সব সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছেন, তার কিছু লাইভ ভিডিও ক্যাসেট আমার হাতে এসেছে। এগুলো সবই অবশ্য বিদেশে করা অনুষ্ঠান। দেশে নানা প্রান্তে করা অনুষ্ঠানের সে কটা ক্যাসেট পেয়েছিলাম, তা খুব একটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। এ ছাড়া, আমার ছবিটা খুব বেশি রকম ইন্টারভিউ-বেসড। অমিতাভ, রাজেশ, দেবানন্দের সাক্ষাৎকার তো আছেই, থাকছে বৈজয়ন্তীমালা, নুতন, আশা ভোঁসলে, লতা মঙ্গেশকরের কথাও। চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্ত ও হৃষীকেশ মুখার্জির সঙ্গে ওঁর দহরম মহরম ছিল বেশি। ওঁদের দুজনের ছবিতেই ওঁর গানগুলো সুপারহিট হয়েছে। খুব কাছ থেকে ওঁরা কিশোরকে কীভাবে দেখেছেন তা বলেছেন। দুঃখ শুধু একটাই। শচীন কর্তাকে পেলাম না। ওঁর হাতেই তো কিশোরকুমার 'কিশোর' হয়েছিলেন। সে খেদ অবশ্য পুষিয়ে দিয়েছেন রাহুল (দেব বর্মন)। সবিস্তারে বলেছেন সে সব কথা। আশা আর লতা অনেক অজানা তথ্য উপহার দিয়েছেন। বিশেষ করে লতা। হাজার হোক, ১৯৪৮ সালে 'জিদ্দি' ছবিতে ওঁর সঙ্গেই তো লতা প্রথম ডুয়েট পেয়েছিলেন। একেবারে লতাজির ছোটভাইয়ের মতো ছিলেন। আর, 'ব্যক্তি' কিশোরকে চিনিয়েছেন ওঁর দুই দাদা অশোককুমার আর অনুপকুমার। অমিত আর লীনা আগাগোড়া ফিল্ম তৈরির সময় ছিলেন। আর সাহায্য করেছেন কিশোর নিজে…

শুনেছি, কিশোর স্বরলিপি পড়তে পারতেন না। সঙ্গীতের ব্যাকরণের অ-আ, ক-খও নাকি তাঁর জানা ছিল না। তিনি গান তুলতেন কীভাবে ? কীভাবেই বা গানের সুর দিতেন ?

উনি যে স্বরলিপি পড়তে পারতেন না তা অনেকেই জানেন না। আসলে উনি গান শুনে শুনেই তুলে ফেলতেন। নিজের মনের মতো

সন্দীপ রায়

পত্রিকা ৩

১০ ডিসেম্বর ১৯৮৮

করে গাইতেন। আর সুরকার হিসাবে উনি কাজ করতেন অদ্ভুতভাবে। এ ব্যাপারে লতাজি একটা চমৎকার ইন্টারভিউ দিয়েছেন। গানের কথা নিয়ে নিজের মনেই গুন গুন করছেন। হঠাৎই একটা সুর গলায় চলে এল। ব্যস, তারপরেই…

কিশোরের জীবনে নারী একটা বিশেষ অধ্যায়। চারজন বিখ্যাত নারীর সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিয়ে হয়েছে। সেটা আপনি কীভাবে দেখিয়েছেন ?

যৌবনের অগ্নিপর্বে কিশোরের জীবনে এসেছিলেন রুমাদি। তিনি আমাদের আত্মীয়া আর এই কলকাতারই মানুষ। তাঁকে হাতের কাছে পাওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে। তারপর এসেছিলেন মধুবালা। সে সময় দুজনেই খ্যাতির চুড়োয়। কিশোর একদিকে অভিনয় করছেন, গান গাইছেন, সঙ্গীত পরিচালনা করছেন আর মধুবালাও তখন এক নম্বর নায়িকা। আগেই বলেছি, 'চলতি কা নাম গাড়ির' অংশবিশেষ ক্যাসেটে থাকছে। সে সময় দুজনের বিয়ে হব হব। জোর রোমান্স চলছে। ছবির নায়ক কিশোর, নায়িকা মধুবালা। একজন পুরুষ তার প্রিয় রমণীকে কাছে পেলে দুজনের মধ্যে একটা যে ইলেকট্রিফাইংয়ের (এখানে অর্থ : শরীরে শিহরণ জাগা) ব্যাপার থাকে। সেটা ছবিটা দেখলে আপনারা খুব ভালভাবে বুঝতে পারবেন। একেবারে পরিষ্কার। মধুবালার মৃত্যুতে উনি দারুণ 'শক' পেয়েছিলেন। যাকে বলে শোকস্তব্ধ। তারপর যোগিতাবালি, শেষে লীনা। লীনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল আবার অন্যরকম।

আপনার বাবার (সত্যজিৎ রায়) করা কোনও ছবির সিকোয়েন্স কি আপনার ডকুমেন্টারিতে আছে ? 'চারুলতা'য় কিশোরের গলায় সেই বিখ্যাত গান 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'…

হ্যাঁ, 'চারুলতা'র অংশবিশেষ তো থাকছেই। থাকছে 'ঘরে বাইরে'ও।

আর কোনও ডকুমেন্টারি করার কথা ভাবছেন ?

এখন শুধু 'গণশত্রু'। আর কিছু নয়। জানুয়ারি, মাস নাগাদ ক্যাসেটটা নিয়ে বোম্বাই যেতে হবে। দু একটা সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের ব্যাপার আছে। দেড় দুদিনের কাজ। আসলে, 'গণশত্রু' ছাড়া আমি আপাতত কিছুই ভাবছি না।

সাক্ষাৎকার : দেবাশিস সরস্বতী